R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির
জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই মাঘ, ১৪১৮।
১লা ফেব্রুয়ারী ২০১২ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

মমতার নির্দেশে এখন নিকাশীর জল কোথায় দাঁড়ায় সেটাই দেখার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের জলনিকাশী ব্যবস্থা বানচাল হয়ে পড়ায় গত দু'বছর ধরে ঐ এলাকায় বেশ কিছু পরিবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর প্রতিকারে এলাকার মানুষ কাউন্সিলার এবং পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করলে চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলাম সরজমিন তদন্ত করে মানুষের দুর্দশা দেখে আসেন। পরবর্তীতে জল নিকাশী ব্যবস্থা চালু করতে গেলে ওভারশীয়ার শ্যামল রায় ঐ এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের বাধা পেয়ে ঘুরে আসেন। এই পরিস্থিতিতে গৃহবধূ রেহেনাবানু এলাকার ৭০০ মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্দেশ্যে মহাকরণে পাঠান কয়েকমাস আগে । এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব মুর্শিদাবাদের জেলা শাসককে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেন। জেলা শাসক জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেন। মহকুমা শাসক তাঁর দপ্তরের সেকেন্ড অফিসারকে (শেষ পাতায়)

অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুই ইটভাটা শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার অজগরপাড়ার একটি ইটভাটার শ্রমিকদের ঘরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুই শ্রমিক মারা যান। এদের একজন আলুয়ানীর সনাতন মণ্ডল ও অন্যজন সিংরা গ্রামের ডাকু মণ্ডল। এরা জ্বলন্ত ভাটায় কয়লা যোগান দিতেন। ঘটনার রাতে ১২ টা থেকে ওদের ডিউটি ছিল। অন্য শ্রমিকরা তাদের ডাকতে গিয়ে দেখেন ওদের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ভাটার ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জে মালিকদের ফোন করেন। ভাটার অন্যতম পরিচালক অশোক ঘোষ জানান, রাত ১২-১৬ মিঃ নাগাদ আমি ফোন পেয়েই আগে ফায়ার ব্রিগেডকে জানায়, পরে সুতী থানার আই.সি-কে। রেল ক্রসিং এ আটকে পড়লেও ফায়ার ব্রিগেডের দুটো গাড়ী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্ত্বে আনে। কিন্তু তার আগেই দু'জন মারা যান। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধূমপান করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে বলে পুলিশের ধারণা।

ধুলিয়ানে আবগারী ওসির মদতে অবৈধ মদের রমরমা কারবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যখন চোলাই মদ খেয়ে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, তখন ধুলিয়ান এলাকার আবগারী ওসি বিনোদ সৈরনের প্রচ্ছন্ন মদতে চোলাই মদ ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠেছে বলে খবর। ওখানকার লাইসেন্সধারী মদ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, চোলাই মদের ব্যাপক প্রচলনে বর্তমানে তাদের বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। আগে যেখানে দৈনিক ২৫০০ থেকে ৩০০০ বোতল মদ বিক্রি হতো সেখানে এখন ১০০০ থেকে ১২০০ বোতল। এইভাবে বিক্রি মার খাওয়ায় সরকারী আয়ও কমে গেছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে ওসির মধ্যে কোন হেলদোল নেই। আবগারী অফিসের পাশেই চলচে চোলাই মদের ভাটী। পাশাপাশি ধুলিয়ান বাজার ও আশপাশ গ্রামাঞ্চলে চোলাই মদের রমরমা কারবার চলছে আবগারী ওসির সহযোগিতায়। ভাটী মালিকদের কেউ কেউ নাকি প্রকাশ্যে আবগারী অফিসে এসে ওসির সাথে রীতিমতো গল্পগুজবও করে বলে খবর। মদ ব্যবসায়ীরা আরো (শেষ পাতায়)

সিপিএমের প্রধান এখন কংগ্রেস টপকে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে পিটার হাঁসদা প্রধান হন। ঐ সময় তিনি পায়ে হেঁটে দপ্তরে আসতেন। পরবর্তীতে কিডন্যাপ হয়ে কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় প্রধান হন। দলের পক্ষ থেকে উপহার পান একটি বাই সাইকেল। এরপর কংগ্রেসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় গত ১৫ আগষ্ট '১১ তৃণমূলে যোগ দেন। প্রধান হয়ে সেখানে উপহারস্বরূপ পান একটি ৫২ হাজার টাকার মোটর সাইকেল। সম্প্রতি বিপিএল কার্ড পিছু ৬ কেজি চাল দেয়া হয়। সে(শেষ পাতায়)

ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে গত ২১ ও ২২ জানুয়ারী '১২ শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ শাখার ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৮৬ জন সদস্য সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির ইন্টারন্যাশানাল সেক্রেটারী গোপাল ভট্টাচার্য্য।

চক্ষু পরীক্ষা শিবিরেও প্রণব মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় গত ২২ জানুয়ারী কালীতলা হাই স্কুল বিল্ডিং-এ প্রায় ৭০০ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ঐ শিবিরের সূচনা করেন এলাকার সাংসদ প্রণব মুখার্জী। অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করে ওখানকার মমরাজ আগরওয়ালা ফাউণ্ডেশন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই মাঘ বুধবার, ১৪১৮

শীতের বেলায়

শীতকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋতু বলিয়া মনে করিলেও বোধ হয় তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। শীতের উত্তুরে বাতাসে কনকনানি আছে আর সেই শৈত্য জীবজগতে রুক্ষতা বহিয়া আনে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গাছ-গাছালি হইতে পাতাও খসিয়া পড়িতে থাকে তাহাও দৃশ্যমান। কবিদের কেহ কেহ তাহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চোখে এবং অনুভবে শীত তেমন ভাল বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের নীচে তলার মানুষের জীবন যন্ত্রণার দিকে। অবশ্য পাশাপাশি তিনি বলিয়াছেন 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জনে।'

সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে সমাজ, জীবন, জীবনধারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তুরে হিমানীর আগমনের সাথে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের মধ্য দিয়া সূচিত হয় পৌষ পার্বণের পালা। পিঠেপুলির গন্ধে ভরিয়া উঠে গৃহস্থের আঙিনা। মাঠে মাঠে শাকসব্জির সবুজ সমরোহে। হাটে বাজারে তাহাদের সজীব শ্যামল প্রদর্শনী। পল্লীর বাতাসে ভাসিতে থাকে তাতারসির গান, নলেন গুড়ের মিষ্ট মধুর গন্ধ।

ধান উঠিলেই গ্রামের মাঠে, বাগানে শুরু হইয়া যায় পৌষালো। এখনও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বরং অনেক বেশি মাত্রা পাইয়াছে আয়োজনে, অনুষ্ঠানে। শহরে শীতের এখন বড় আকর্ষণ চড়ুই-ভাতি বা পিকনিক আর নানা ধরনের মেলানুষ্ঠান। পিকনিক স্পট এখন নানা স্থানে। কুশীলবদের কুচকাওয়াজ সেই সব স্থানে মাইকে নিনাদিত, নিবেদিত চড়া সুরের গানে এবং তাহাদের দেহভঙ্গীর ছন্দিল কসরতে।

খেলার ময়দানেও তাহার উপস্থিতি। ক্রিকেটের পিচে চলিয়াছে বল আর বোলিং-এর গড়াগড়ি, ব্যাটে-বলে দস্তুর মতো লড়ালড়ি। শীতের গরম রোদ গায়ে মাখিয়া দর্শক সাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা – উত্তেজনার উত্তাপে পারদের উঠা-পড়া। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় শীত যতই কষ্টদায়ক হউক, রুক্ষ ধূসর হউক, সে বহন করিয়া আনে প্রাণের, গানের উচ্ছলতা। শীতের মধ্যে রহিয়াছে বসন্তের পূর্বাভাস।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরসভাকে বলছি

জঙ্গিপুর পুর এলাকার সদর রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। যার ফলে সেখানে মশার উপদ্রব বাড়ছেই। তাই সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজনে ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার হোক এই আমাদের আবেদন।

সুমন সেখ, রঘুনাথগঞ্জ

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

বরুণ রায়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকামীদের হাতে। কাজেই বিদেশী শাসক ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে শাসকদের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় নিজেদের জন্য সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের অশিক্ষিত নিরন্ন বঞ্চিত মানুষরা সচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আসুক, সংগ্রামের পতাকা তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রক্তমূল্যে বিদেশী (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তল্পিবাহক এদেশের শোষকদের) শোষকদের উৎখাত করুক এটা ছিল তাদের না-পসন্দ।

অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়ার লক্ষ্য প্রথম এ দেশে বেছে নেয় অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা জানত, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। রামধুন শুনিয়ে সাদা চামড়ার শোষকদের তাড়ানো যাবে না। বিদেশী ইংরেজদের এরা ছিল চোখের শূল। তাদের প্রচার যন্ত্র এদেরকে চিহ্নিত করেছিল 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের নামাবলিধারী অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেরকে 'বিপথগামী' বলে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বপ্রযত্নে এদের এড়িয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সমস্ত ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে ব্যাপকতম ভিত্তিতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর, শাসকদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষ ভ্রষ্টাচার। প্রকৃত সেনাধ্যক্ষের মত তিনি জানতেন যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ধূরন্ধর প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে শত্রুকে নির্মম আঘাত হানতে হবে। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে রণনীতিতে শত্রুর শত্রু সাময়িকভাবে আমার মিত্র হতেই পারে।

বেপরোয়া লড়াকু সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বরাবরই দক্ষিণপন্থী আপোষকামী কংগ্রেসী নেতাদের 'চোখের বালি' ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এঁরাই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। আপোষহীন সংগামের ডাক দেওয়া এই নেতাকে সবরকমে অপদস্ত করে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু এই বিতাড়িত, বিড়ম্বিত মানুষটিই তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকে দেশের মাটি থেকে বহু দূরে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে – 'চলো দিল্লী' ডাক দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। 'তুম্ হাম্কো খুন দো, ম্যয় তুম্কো আজাদী দুঙ্গা' – এ কোন সৌখীন সভায় প্রস্তাবপাশকারী নেতার কণ্ঠের ডাক নয়। না-খেতে-পাওয়া মুমূর্ষু সেনাবাহিনী শত্রুর শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এই নেতাকেই বলতে পারে – 'হাম গোলামিকে রোটি ঔর মখ্খনসে আজাদীকা ঘাম জাদা পসন্দ্ করতে হেঁ।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামই ১৯৪২ এর প্রথম গণ-সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, ডাক-তার ধর্মঘটের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপকতম গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপন্ন পর্যুদস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা ভিখারী নেতৃত্ব সেদিন ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করে দেশকে খণ্ডিত করে গদি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মাতে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কোন একজন মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বেশি আলোড়িত করেননি, সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সফল নেতৃত্ব দেননি। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে তাদেরকে জীবন আহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি।

অথচ এই মানুষটিকেই দেশে তাঁর নিজের দলের তাবড় নেতারা ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বিতাড়িত করেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া দালালদের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি পণ্ডিত' এক কংগ্রেসী মহানেতা ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত অভিযান করলে তিনি অস্ত্র নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মৃত সৈনিকদের পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসকারী 'ভারতপ্রেমিক' (!) বৃটীশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে নাচানাচি করতে এই নেতার বাধেনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগ্রামের সুফল পরবর্তীকালে নির্লজ্জভাবে নিজেদের কাজে লাগাতেও এই নেতাদের বাধেনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অঙ্গিভূত হতে পারেনি, সরকারী অফিস আদালতে সুভাষচন্দ্রের ছবি আজও নিষিদ্ধ। অন্ত্যজ। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামের ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমাদের মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির যেন কোন গুরুত্ব নাই। দেশ বিদেশে ঢক্কা নিনাদে প্রচারিত হচ্ছে, অহিংস সংগ্রামের পথে নাকি স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা বিশ্বে নতুন পথ দেখিয়েছি। 'সত্যমেব জয়তে'র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাবাণীর কি নির্মম পরিহাস, কি নির্লজ্জ ভণ্ডামি!

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের অন্যতম নেতা জনগণমনঅধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে মানুষের হৃদয় থেকে এভাবে নির্বাসিত করা যাবে না। একদিন না একদিন ইতিহাস তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বমহিমায় আপন অঙ্কে স্থান করে দেবে।

একাকীত্ব

সেরাজুল ইসলাম

একাকীত্বের অপর নাম বোধ হয় – নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা। কেউই চায় না নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে। তাই বুঝি বিধাতাপুরুষ একদিন বিশ্বচরাচর সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটানোর মানসে। তাঁর ইচ্ছায় শেষ কথা। এরপর সৃষ্টি হল পৃথিবী। যার চারিদিক নিকষ কালোয় ঢাকা ঘোর অন্ধকার। জীবনের কোলাহল সেখানে নেই, নেই কোন সুন্দরের উপস্থিতি। বিধাতাপুরুষ দ্বিতীয়বার ভাবলেন। বানালেন প্রথম মানব 'আদম'কে। সময় বয়ে চলে আপন গতিতে। আমাদের পরম পিতা, আদিমানব 'আদম' বড্ড অসহায় বোধ করতে লাগলেন – নিঃসঙ্গ জীবনে। ঈশ্বর বুঝলেন আদমের একাকীত্বের জ্বালা। বানালেন তারই শরীরের অংশ দিয়ে – 'ঈভ' কে। মন্দের ভাল – দু'জনে আলাপে গুঞ্জনে, মধুর-কূজনে, দিন গুজরান করতে লাগলেন। কিন্তু এই আলাপ, এই অনুরাগই একদিন বিলাপ ও রাগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে স্বয়ং স্রষ্টা সেদিন হয়ত আগেই সেটা আঁচ করে রেখেছিলেন। পৃথিবী তখনও ফাঁকা পড়ে আছে। স্রষ্টা তাই সামান্য 'নিষিদ্ধ ফল' খাওয়ার অজুহাতে আদম-ঈভকে মর্তে পাঠালেন 'ষড়রিপু'কে সঙ্গে দিয়ে।

পৃথিবী ধীরে ধীরে মানুষের কোলাহলে ভরে গেল। সাদা, কালো, পীত রঙের মানুষ ক্রমশঃ দাপিয়ে বেড়াতে লাগল দুনিয়ায়। রস-রূপ-গন্ধে ভরা পৃথিবী মানুষের ভারে, তার কোলাহলে, তার আবেগে-ক্রন্দনে, শোকে-দুঃখে সর্বোপরি তার অত্যাচার আর অনাচারে যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল অচিরেই। পৃথিবীর পরিবেশ দুঃসহ হয়ে উঠল। গ্রাম-গঞ্জ-শহর-শহরতলী সর্বত্রই যেন একই চিত্র। দুঃসহ জীবনযাপনের আলেখ্য। শহরের বহুতল বাড়ীর ছোট্ট ছোট্ট কামরায় মানুষ আজ যেন খাঁচায় পোষা-ময়না-টিয়া। আজ তাই মানুষ কাজের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে নির্জনে কোথাও দুদিন কাটিয়ে আসতে। কেননা নির্জনতার একটা আলাদা মাধুর্য আছে কিনা। কেউ দেখতে যান উদ্যাম সাগর, কেউ বা যান গভীর জঙ্গলে, আবার কেউ বা মৌনী পাহাড়ে। উদ্দেশ্য সবারই এক। নির্জনতার বা একাকীত্বের স্বাদ গ্রহণ করা। কোলাহল থেকে দূরে সরে নির্জনেই জন্ম হয় নব-নব সৃষ্টির। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক – এরা সবাই নিজস্ব মননশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেই উন্মোচন করেন সৃষ্টির নবদিগন্ত। সামাজিক জীবনে এরা বড্ড বেমানান, একাকী আর নিঃসঙ্গ। তবুও আনন্দ। আমাদের আসা-যাওয়াও একা একা। আমাদের পূর্বপুরুষরা তো সবাই একা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আর আমরা সবাই তো সেই পথে পা বাড়ানোর জন্যই বিরাট লম্বা একটা 'কিউ' এ দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছি ২৪ ঘন্টা। একাকীত্ব কোন অভিশাপ নয়, এটা বড় আনন্দের।

রূপ চর্চায় আমরা আছি – থাকবো

আধুনিক ছোঁয়ায় বিয়ের কনে বা নববধূ এবং তত্ত্ব সাজানোতে আমরাই এখানে শেষ কথা। যোগাযোগ – ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

বিজ্ঞপ্তি

৩১তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা, ২০১১-১২

স্থান : ব্যারাক স্কোয়ার ময়দান, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

তারিখ : ৭ – ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১২

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার অনুমোদিত ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, মুর্শিদাবাদের ব্যবস্থাপনায় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে আগামী ৭ – ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ৩১তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা, ২০১১-১২। এই উপলক্ষে আপনাদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

ধন্যবাদান্তে –
সম্পাদক,
৩১তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা কমিটি
ও
জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৯১/(২৩) তথ্য / মুর্শিঃ তাং ২০/০১/১২

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অনিল রায়চৌধুরী (৮৭) গত ১৩ জানুয়ারী তাঁর জঙ্গিপুর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ১৯৫২ থেকে '৮২ সাল পর্যন্ত দায়িত্বের সাথে কর্তব্য পালন করেন অনিলবাবু। তিনি অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে অধ্যক্ষের পদেও একাধিকার দায়িত্ব নেন।

ধুলিয়ান আবগারী ওসির মদতে অবৈধ মদের

(১ম পাতার পর)

জানান, তাদের দোকান থেকে মদ নিয়ে রাস্তার ধারের হোটেল বা গ্রামঞ্চলে যারা ব্যবসা করত তাদেরও নাকি আবগারী ওসি চোলাই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মদ কিনতে বাধ্য করছেন। তার কথামতো না চললে ঐ সব সরবরাহকারীদের কারবার বন্ধ করার ভয় দেখাচ্ছেন। আবগারী ওসি বিনোদ সৈরনের সম্বন্ধে আরো অভিযোগ, অবৈধ মদ ব্যবসায়ীদের গেস্ট হাউসে গিয়েও তিনি নাকি স্ফূর্তি করেন। এ প্রসঙ্গে যুব কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির সম্পাদক ইসলাম খাঁন জানান – আবগারী ওসি বিনোদ শৈরন এখানে আসার পর থেকে নকল মদ ও চোলাই এর ব্যবস্থা যে ভাবে শুরু হয়েছে তাতে যুব সমাজ শেষ হতে সময় লাগবে না। এই অবক্ষয়ের প্রতিরোধে অন্দোলন প্রয়োজন। তৃণমূলের ধুলিয়ান টাউন সভাপতি নাজমুল আহাসান বকুল বলেন, চোলাই মদ প্রস্তুতকারকদের এখনই শায়েস্তা না করলে ধুলিয়ানও মেদনীপুরে রূপ নেবে। অবিলম্বে আবগারী ওসির বদলির দাবী জানান তিনি।

পুর কাউন্সিলারের ইন্তেকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম মনোনীত নির্দল প্রার্থী আবদুল গাফ্‌ফার (৫৬) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জানুয়ারী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার দীর্ঘ দিন তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। এছাড়া অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

মমতার নির্দেশে জল নিকাশী

(১ম পাতার পর)

তদন্তের দায়িত্ব দেন। সেকেন্ড অফিসার আভিযোগকারীদের পক্ষে রেহেনাবানু ও পুরপতিকে তাঁর চেম্বারে ডাকেন। পুরপতির পক্ষে এ্যাসিঃ ওভারসিয়ার ওখানে উপস্থিত হন। ঐ এলাকার জল দু-তিনটি নালা দিয়ে বার করা যাবে বলে সেকেন্ড অফিসারকে পুরকর্মী জানান। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোন সঠিক পথের দিশা মেলেনি। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, ঐ পল্লীর দু ঘর বাসিন্দা অনুপ দাস ও সুকুমার দাস ওখানে বাড়ী করার সময় দেড় ফুট করে দুজনে তিন ফুট জায়গা জলনিকাশীর জন্য ছেড়ে বাড়ী করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা করেন নি। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তারা পুরো জায়গা দখল করে বাড়ী তোলেন।

সিপিএমের প্রধান এখন কংগ্রেস টপকে

(১ম পাতার পর)

চাল প্রাপকদের না দিয়ে প্রধান, রেশন ডিলার এবং কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। প্রধান পিটার হাঁসদা এখন চিটার হাঁসদা নামে বেশী পরিচিত। অসততার প্রভাবে এলাকার কোন উন্নতিও নেই।

জঙ্গিপুর বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে
অধ্যাপক আশিস রায়ের
পুরানো সেই দিনের কথা
প্রাপ্তিস্থান : সঞ্চয়ন, সদরঘাট, ৯৪৩৪২০২৭২৮

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই মাঘ ও ফাল্গুনে বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে
রঘুনাথগঞ্জ বাজার এলাকায় দুই কামড়ার সম্পূর্ণ পৃথক নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৮৯২৬১৩০৫৩৩/৯৭৩৫২৩২৯৬৪

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২০১২-২০১৩ সালে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০১২ – ২০১৩ সালের আর্থিক বর্ষের বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের দিনগুলিতে দুপুর (১১টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত) জেলা ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। এই আবেদনপত্র যথাযথবাবে পূরণ করে উক্ত দপ্তরেই আগামী ১৫-০৩-২০১২ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

পত্রিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী বিগত বৎসরের ন্যূনতম সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ কার্য্যালয়ে জমা না করলে ফর্ম সরবরাহ করা হবে না। আবেদনকারীদের আর এন আই অনুমোদনের জেরক্স কপি ও বিগত বৎসরের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৭০/(২৩) তথ্য / মুর্শিঃ তাং ১৮/০১/১২

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।